# শিশুশ্রম বন্ধ করি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
### কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

# বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস
## ১২ জুন ২০২৪, বুধবার

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ প্রকাশনায়: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ■ সম্পাদনায়: তথ্য অধিদফতর ■ সহযোগিতায়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বঙ্গভবন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১২ জুন ২০২৪

### বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে শিশুর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে তাদের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। শিশুশ্রম একটি বৈশ্বিক সমস্যা। শিশুশ্রম শিশুর স্বাভাবিক শৈশব ও পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি তাদের সঠিক মানসিক ও শারীরিক বিকাশ এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার টার্গেট ৮.৭ এর আলোকে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশুশ্রম বন্ধের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রথাগত শিশুশ্রম নির্মূলের পাশাপাশি জোরপূর্বক শ্রম, আধুনিক দাসপ্রথা ও মানব পাচার, শিশুদেরকে নৈতিক হিসেবে ব্যবহারসহ নিকৃষ্ট শিশুশ্রমসমূহ নিষিদ্ধ ও নির্মূলে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার দেশ থেকে সকল ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুশ্রম নির্মূলে জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত চার স্তরবিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। শিশুদের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে দারিদ্র্যমোচন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক মানসম্পন্ন শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধিসহ জনগণের অর্থসামাজিক উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিশুর যথাযথ বিকাশ নিশ্চিতে সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে হবে। শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থাসহ সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিশুদের জন্য একটি সুন্দর, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে উঠুক- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউনিসেফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্থার সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগে ১২ জুন 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন করছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি' অত্যন্ত সময়োপযোগী।

শিশুশ্রম নিরসনে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে। সে লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা করেছিলেন এবং ১৯৭৩ সালে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ জাতীয়করণ করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিপুল সংখ্যক রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন।

বিশ্বব্যাপী শিশু শ্রমের মূল কারণ হলো দারিদ্র্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী অর্থনৈতিক পদক্ষেপের ফলে দেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্যমোচনের সাথে সাথে শিশুশ্রম নিরসনে ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করা হয়েছে। এ কনভেনশন অনুসমর্থনের মাধ্যমে ৮টি মৌলিক কনভেনশনের সবকটি অনুসমর্থনের বাইশবছরের স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোন শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না। অবশ্য ৪৩টি খাতকে শিশু শ্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছি। শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত জরিপের আলোকে শিশুশ্রম নিরসনে বৃহৎ আকারে প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনসহ সকল খাত থেকে শিশুশ্রম নিরসন করতে পারবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের প্রত্যয়। এ প্রত্যাশাকে সামনে রেখে আমি 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪' -এর সকল কার্যসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, এমপি

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### বাণী

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। অঙ্কুরিত কুঁড়ি যেমন উপযোগী পরিবেশে পরিপূর্ণ ফুল হয়ে পরিণত হয়, শিশু তেমনি পূর্ণাঙ্গরূপে বিকাশের সুযোগ পেলে সম্ভাবনার সুরভি উন্মোচিত করে। আমরা জানি, শিশুশ্রম একদিকে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যাহত করে অন্যদিকে জাতির ভবিষ্যত সম্পদ ও সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে। তাই শ্রমে নিয়োজিত শিশুদেরকে কাজ থেকে প্রত্যাহারপূর্বক পুনর্বাসন ও শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা প্রত্যেক শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা প্রতিটি সচেতন নাগরিকের কর্তব্য।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪ এর এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি'। শিশুশ্রম নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার সাথে দ্বিপক্ষিক অন্যান্য বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে ও শিশুশ্রম রোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) অন্যান্যদের LIMA এর মাধ্যমে বিশেষ পরিদর্শন করছে। শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসনে ডাইফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে শিশুশ্রম গভীর অপরাধ। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শিশুদের বিকাশের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব সকলের। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে ৮টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে, যথা: পোশাক শিল্প, জিন্সি, ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী জনপ্রচলিত শিল্প ও পাদুকা এবং রেশম। ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রমমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সর্বস্তরে সরকারের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য কারিগরি শিক্ষার প্রসার এবং পুনর্বাসন এর মাধ্যমে শিশুশ্রম পরিপূর্ণভাবে নিরসন করা সম্ভব। শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা একান্তভাবে কাম্য।

আমি বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের তাৎপর্য বাস্তবায়নে এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিশুশ্রম অবসানের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সকলকে ঐকান্তিক হয়ে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুর রহিম খান

## Let's act on our commitments and eliminate child labour

Child labour remains a significant global issue, infringing on children's rights and hindering their development. A 2021 ILO-UNICEF report estimates that about 160 million children worldwide are involved in child labour, with 79 million in hazardous work that threatens their health, safety and moral development.

Although there had been progress over the past two decades, COVID-19, the global recession and recent wars have rolled back the gains, worsening the situation. The persistence of child labour is closely linked to poverty, lack of access to quality education, and inadequate legal and social protections.

Bangladesh has made significant progress, including eliminating child labour in eight hazardous sectors including ship-breaking, glass, ceramics and tanneries. The Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) also introduced a digital inspection system, LIMA, to strengthen its activities to ensure that workplaces are safe and free of child labour.

However, child labour remains a critical issue. The National Child Labour Survey, 2022, shows that 1.7 million children are still engaged in child labour, with 1.1 million doing hazardous work. By eliminating child labour and ensuring vocational skills for the youth, Bangladesh would secure a better future for its children, and develop the skilled workforce needed for the country's economic prosperity, especially after LDC graduation.

On this World Day against Child Labour, the ILO encourages the Government of Bangladesh to consider the following recommendations to fulfil its pledge to eliminate all forms of child labour by 2025.

- Amend the labour law to severely penalize employment of children, more so in hazardous work. Bring child domestic workers into the legal framework to protect them from exploitation and other forms of harm.
- Align the minimum age, 14, for entry into the workforce with that for compulsory education. The National Education Policy should set grade eight as the benchmark for compulsory education.
- Introduce robust social safety net programmes for parents and children so that families do not have to rely on children's income.

As we celebrate the 25th anniversary of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) we stand ready to support the Government in its efforts to completely eliminate the worst forms of child labour including child trafficking, prostitution, and pornography.

Ending child labour is a moral imperative and a key step towards social justice.

International Labour Organization (ILO)

### Initiatives taken by DIFE:

The Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), under the Ministry of Labour and Employment, is committed to take actions against child labour as per labour law. The department has prioritised inspections in several hazardous sectors and has taken the following measures to eliminate child labour from the workplaces under its jurisdiction.

- 584 cases have been filed for employing child labour since the fiscal year 2014-2015.
- 8 hazardous sectors including ship-breaking, glass, ceramics and tanneries has been declared child labour free by the government in 2021.
- Apart from its mandated field of inspections, DIFE is regularly conducting awareness raising programmes with employers and workers to sensitise them on the adverse effect of child labour in workplaces. Massive sensitization events are taking place in all its 31 district offices to observe the World Day against child labour.

DIFE is thankful to ILO for their support to enhance the capacity of DIFE for introducing and enriching the digital inspection system, LIMA, through which DIFE is consistently improving its inspection of factories and establishments to ensure that workplaces are safe and that they are free of child labour.

Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE)

International Labour Organization

**Country Director**
ILO Country Office for Bangladesh

### Message

As we celebrate 25 years of the adoption of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), we must reflect on progress and the challenges that remain. The International Labour Organization (ILO) has been a steadfast partner to Bangladesh in its efforts in the elimination of child labour since long. Despite significant strides, there are still 1.7 million children in child labour in Bangladesh.

Our collective goal must be to ensure every child completes their education and does not enter the labour market before the legal minimum age. We appreciate the Government of Bangladesh for ratifying the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) in 2022 and for its policy efforts to eliminate child labour by 2025.

The COVID-19 pandemic has set back global progress in eliminating child labour, forcing many children to drop out of school to help support their families. It is crucial to align laws and policies on the minimum age for employment and compulsory education while creating decent jobs to enable families to keep their children in school. Penalties for violations of child labour laws must be stringent to ensure effective enforcement.

As Bangladesh transitions from a least developed country to a developing nation, eliminating child labour is vital. Ensuring all children access education is essential for producing a skilled workforce, crucial for the country's industrialization and economy.

Eliminating child labour from local and global supply chains is also important for responsible business conduct and respect for human and labour rights.

Eliminating child labour is crucial for achieving SDG8, which advocates for decent work and economic growth, as well as other SDGs related to education and peace. We must renew our commitment to end child labour and ensure a healthy, joyful childhood for all children.

On this World Day Against Child Labour, let us act to end child labour!

Tuomo Poutiainen

International Labour Organization

বঙ্গভবন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১২ জুন ২০২৪

### বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১২ জুন ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- "শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি", যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুরাই তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। এই ভাবনা থেকেই জাতিসংঘ শিশু সনদের ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে তিনি জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শিশু, নারী ও অনুন্নত জনসমূহ প্রতিটি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মের স্থিতিশীলতা, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-তে যোগ দেয়। শিশু শিক্ষার বিকাশ নিশ্চিত করতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী, শিশু ও সমাজের অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে শিশু শ্রম প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। শ্রমজীবী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে আমরা 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০' প্রণয়ন করেছি। এ নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য ৪৩টি কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে তা থেকেই তাদের প্রত্যাহার করেছে। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন প্রকল্প' নামে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা এ বছর শেষ হবে। গৃহকর্মে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫'। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অনুযায়ী আমরা দেশকে সকল ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৫ প্রণয়ন করেছি এবং এটি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি।

আমাদের সরকার 'জাতীয় শিশুনীতি-২০১১', 'শিশু আইন-২০১৩', 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭' প্রণয়ন করেছে। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে।

আমরা শিশু এবং তাদের পরিবারের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা নীতি প্রণয়ন এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা। এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনে আমরা বেসরকারি খাতগুলোকে সম্পৃক্ত করেছি। সচিবালয় ও শোরুম থেকে শিশুদের সুরক্ষা সম্পর্কে নিয়োগদাতাদের অবহিত করার বিষয়টিতে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আমি আশা করি, শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করাসহ শিশুশ্রম নিরসনে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও সচেষ্ট হবেন। শিশুশ্রম নিরসনে একযোগে কাজ করার এখনই সময়। এসডিজি ৮.৭ অর্জনে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' উদ্‌যাপন করা হবে জেনে আমি খুশি হয়েছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি'।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অনুযায়ী সরকার জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' এর আলোকে ২০২১-২০২৫ সালের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গৃহকর্মে শিশুশ্রম নিরসনের সহায়ক হবে।

৪৩ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে সরকার একটি গেজেট প্রকাশ করেছে এবং এসব সেক্টর থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও দেশের সকল জেলা প্রশাসন একত্রিতভাবে কাজ করলে বাংলাদেশকে শিশুশ্রম মুক্ত করা সম্ভব হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ৮টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করেছে। এ সেক্টরগুলো হলো- ট্যানারি, জিন্স, সিরামিক, কাঁচ, রপ্তানিমুখী জনপ্রচলিত পণ্য ও পাদুকা, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, গার্মেন্টস ও জিডি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প।

'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ১২ জুন বাংলাদেশেও 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হচ্ছে। এই দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি রইল ভালোবাসা ও অভিনন্দন।

শিশুরা গড়ে তুলুক কল্যাণকামী ও সৌন্দর্যমূলক জীবনধারী দৃষ্টিভঙ্গির নব্য শিল্প। এই স্বপ্ন আমাদের চেতনায় জাগিয়ে তিলেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অনুধাবন করেছেন শিশুর কাছে জাত-পাত, ধনী-গরিবের ভেদাভেদ নেই। স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়তে হলে শিশুদেরও গড়তে হবে। এ লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শিশু উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে করেন বাধ্যতামূলক। ১৯৭৩ সালে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে করা হয় জাতীয়করণ। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৪-এর ২২ জুন শিশু আইন প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ।

সরকার একটিভি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সকল ধরনের শিশুশ্রম হতে মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিশুশ্রম নিরসনে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা, ২০১০' এবং 'গৃহকর্মে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণকল্পে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার ৪৩টি কারখানা শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত পোশাক শিল্প, জিন্সি, ট্যানারি, জনপ্রচলিত দ্রব্যাদি, শিপ ব্রেকিং, সিমেন্ট, সিরামিক ও কাঁচ মোট ০৮ টি সেক্টরকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসন বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়। একটি উন্নত জাতি গঠনে শিশুশ্রম নিরসনের কোনো বিকল্প নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সকল ধরনের শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল উদ্যোগ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে চলছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সরকার শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত এক লাখ শিশুকে প্রত্যাহার করে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হবে। এর আগে সরকার ২০১০ সালে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি' প্রণয়ন করেছে। এই নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য গঠিত জাতীয় বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলো কাজ করছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সর্বশেষ সংশোধন ২০১৮ সালে করা হয়। শ্রম আইনে ১৪ বছরের নিচে শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শ্রমিকের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপে শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা বেড়েছে। বেসরকারি অথবা সরকারের পক্ষে এককভাবে শিশুশ্রম সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। পেশাজীবী, নাগরিক সমাজ, নীতিনির্ধারক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসহ সবার সম্মিলিত প্রয়াসই পারে অবহেলিত শিশুদের অনুকূল এবং উপযুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে। শিশুদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে দক্ষ মানবসম্পদ ও স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী ও সোনার বাংলাদেশের ভত উন্মোচিত হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করি। সবার সম্মিলিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অ